আল-ফুরক্বান মিডিয়া

পরিবেশনায়

আত-তামকীন মিডিয়া

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র
শাইখ আল মুজাহিদ আবু উমার আল মুহাজির-হাফিযাহুল্লাহর
অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আত-তামকীন মিডিয়া

আল-ফুরক্বান মিডিয়া

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র

শাইখ আল মুজাহিদ আবু উমার আল মুহাজির-হাফিযাহুল্লাহর-

অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

প্রকাশিতঃ
সফর, ১৪৪৪হিজরী

মূল বক্তব্যের শিরোনাম:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অনুবাদে:
আত-তামকীন মিডিয়া

সমস্ত প্রশংসা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতাপশালী আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি তাঁর তাওহীদবাদী বান্দাদেরকে সম্মানিত করেন আর তাঁর শত্রু কাফেরদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর যাকে তরবারি সহকারে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং যারা কেয়ামত পর্যন্ত যথাযথভাবে তাদের অনুসরণ করবে সকলের উপর অগণিত শান্তি ও রহমতের ধারা বর্ষিত হোক। অতঃপর সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে ইসলামের সর্বোচ্চ চুড়ায় আরোহণ করার এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:- «প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই স্থানে না পৌঁছালে আমরা কখনো এ স্থলে পৌঁছাতে পারতাম না» [সূরা আরাফ-৪৩]... প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন তাঁর দ্বীনের দিকে আহবানকারী বানিয়ে এবং তাঁর দেখানো সঠিক পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে। প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার তাওফিক দিয়ে এবং তার বন্ধুদের সাহায্য করার মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। প্রশংসা আল্লাহ জন্য, যিনি আমাদেরকে এযাবৎ যে সকল ভূমির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করেছেন সেগুলোতে তাঁর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর যে সকল অঞ্চল এখনো আমাদের অধীনে আসেনি সেগুলোতে তাঁর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম চেষ্টা অব্যাহত রাখার তাওফিক দিয়ে সাহায্য করেছেন। পূর্ব-পর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর-ই জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: «তাঁরা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করে ও অন্যায় কাজে বাঁধা দেয়। সকল কাজেই পরিণতি আল্লাহরই দিকেই প্রত্যাবর্তিত।» [সূরা হাজ্ব-৪১]..

নিশ্চয়ই দাওলাতুল ইসলাম তাওহীদের ঝান্ডা বহন করে নিজেদের পথে এগিয়ে চলছে এবং তাওহীদের পৃষ্ঠপোষকতা, রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়গুলো প্রতিহত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ও মূল্যবান জিনিসগুলো উৎসর্গ ও বিসর্জন দিয়ে চলেছে। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: «অতঃপর হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।» [সূরা তাওবা-৫]

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে দাওলাতুল ইসলাম ক্বিতাল করে যাচ্ছে। যেমন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে বর্ণনা করেন: « আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, যদি এগুলো করে তাহলে আমার থেকে তারা জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শারী'আত সম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।» [বুখারী; সনদ-সহীহ]

এই মানহাজের উপর-ই আমরা চলতে থাকবো। এই দিক-নির্দেশনা'ই অনুসরণ করে যাবো। যারা আমাদের বিরোধিতা করবে, আমাদেরকে অপদস্ত করবে তারা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, বি-ইযনিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেয়া সুসংবাদ গ্রহণ করে আমরা প্রফুল্ল, প্রশান্ত। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:- « মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই আল্লাহর আদেশ (জিহাদ করা) পালনে নিয়োজিত থাকবে, যারা তাদেরকে অপদস্থ করতে চাইবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তাঁরা কখনোই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তারা সকল মানুষের মধ্যে বিজয়ী হয়ে থাকবে।» [মুসলিম; সনদ-সহীহ]

[কবিতা]

অবশ্যই আমরা শরীয়ার মাধ্যমেই প্রতিটি অঞ্চল নিঃসংকোচে শাসন করেই যাবো।

যদিও কাফের জাতি-গোষ্ঠীর শত বিরোধিতা উপচে পড়ে আমাদের দিকে,

কিংবা তারা আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বিধ্বংসী বিমান-ট্যাংক হাঁকে।

তবুও হক্বের পথে জিহাদ করেই কাটাবো আমরা নিজেদের এ জীবন।

আমরা তাওহীদের ঝাড়া উঁচু করেই যাবো,

যতক্ষণ না সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর শরীয়ত হয় বাস্তবায়ন ।

আমরা দ্বীনি ভাইদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাদের সাহায্য করেই যাবো,

হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করেই ছাড়বো।

আমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে নাইজেরিয়ায় অবস্থানরত দাওলাতুল ইসলামের মর্যাদাবান সৈনিকদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওহীদবাদী বান্দাদেরকে সাহায্য করার পর "কুজী" এলাকায় অবস্থিত তাগুতদের কারাগার থেকে তাঁরা নিজেদের কারাবন্দী ভাইদেরকে মুক্ত করেছেন। তারা হলেন সেই কেশরধারী সিংহ যারা বীরদর্পে অগ্রসর হয়ে শত্রুদলের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে তাদের ক্ষিপ্র আক্রমণে কারাপ্রাচীর ধ্বসে যায়, লৌহ ফটকগুলো ভেঙ্গে পড়ে। অতঃপর কাফের জাতিগোষ্ঠীর প্রচন্ড ক্ষোভ, অনিচ্ছা ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও (আল্লাহর সাহায্যে) তারা নিজেদের ভাইদেরকে সসম্মানে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। আফ্রিকার সার্দুলেরা শুধু এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি। বরং তারা মধ্য আফ্রিকার একটি দেশ "গণতান্ত্রিক কঙ্গো"র একটি কারাগারেও আক্রমণ করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুড়িয়ে দেন। সেখানে থাকা কারারক্ষী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং কতককে হত্যা করেন, বাকিরা পালিয়ে যায়। আর মুজাহিদগণ মুসলিম বন্দীদেরকে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। এভাবে কাফেরের দল পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়।

হে মুসলিম উম্মাহ! আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং আনন্দিত হোন যে, তাওহীদবাদী সিংহ, জিহাদের ঘোড়সওয়ারীগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে তাগুতদের কারাগারগুলোতে একজন মুসলিমবন্দীও অবশিষ্ট থাকবে না, ইনশাআল্লাহ। সকল মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করেই তারা ক্ষান্ত হবেন, চাই তা বাস্তবায়ন দীর্ঘ সময়ে পূর্ণ হোক কিংবা সীমিত সময়ে, (এতে কোন পরোয়া নেই)। তারা আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁর উপরই ভরসা করে চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সুতরাং যতদিন না আমরা আমাদের সকল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনতে পারি, ততোদিন পর্যন্ত আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তিতে এই কারাগারগুলোই হবে আমাদের আক্রমণের অগ্রাধিকারযোগ্য লক্ষ্যবস্তু।

হে পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকার বীর পুরুষগণ! আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মাঝে বরকত দান করুন। আপনাদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ, শত্রু দলের লাগাতার হামলা ও কঠোরতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বন্দি মুক্ত করার ব্যাপারে আপনাদের নবীর আদেশ

পালনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন এবং এ ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের নেতৃবর্গের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আনুগত্যশীলতা প্রদর্শন করেছেন। তাই আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করি যেন তিনি আপনাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন, আপনাদেরকে জিহাদের পথে অবিচল রাখেন, আপনাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী।

হে বিভিন্ন উলায়াতে অবস্থানকারী মুজাহিদগণ! আপনাদের আফ্রিকান ভাইদের কার্যক্রমগুলো আপনাদের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আপনারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন ,তাদের পথে চলুন। আপনারা কোন অংশেই তাদের থেকে কম নন, কোন কিছুতেই আপনারা তাদের থেকে দুর্বল নন।

হে ঐ সকল মুসলিম বন্দিগণ! যারা তাগুতদের কারাগারে বন্দী ছিলেন! অতঃপর দাওলাতুল ইসলাম আপনাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। অথচ আপনারা দালাতুল ইসলামের সারির কেউ নন! নিঃসন্দেহে আপনারা বন্দিত্বের তিক্ত স্বাদ পেয়েছেন। আপনাদের উপর তাগুতদের অধীনস্থতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছেন। তাদের কুফরী কর্মকান্ড ও মুসলিমদের উপর তাদের নির্যাতন আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব আপনারা মুজাহিদিনদের চারপাশে জড়ো হোন এবং কাফের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে তাদের (মুজাহিদদের) সাথে একই সারিতে অবস্থান গ্রহণ করুন। এখনো আপনাদের যে সমস্ত ভাইরা বিভিন্ন কারাগারে বন্দী আছে তাদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে আপনারা জোর প্রচেষ্টা চালান। মানুষদের মধ্যে হতে আপনারাই তাদের অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। তাদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারাই সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন। আর দাওলাতুল ইসলাম যাদেরকে মুক্ত করেছে তাদের মধ্য হতে যারা (আমাদের) শত্রুদের দলভুক্ত ছিলেন, তাদেরকে এজন্য আমরা ছেড়ে দিয়েছি; যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা নিছক হত্যাযজ্ঞ চালানো কিংবা পার্থিব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য আপনাদের সাথে লড়াই করি না। বরং আমরা একমাত্র লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর দাবি বাস্তবায়নের জন্যই আপনাদের সাথে লড়াই করছি। (তাওহীদের ভিত্তিতে) মুসলিমদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা এবং সেই ভিত্তিতে আল্লাহর মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্যই আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা আপনাদেরকে এজন্যই ছেড়ে দিয়েছি, যাতে আপনারা নিজেরাই সত্য পথে ফিরে আসেন, যাতে আপনাদের সঠিক বোধশক্তি জাগ্রত হয় এবং আপনাদের কৃতকর্মের জন্য তওবাহ করেন। নিশ্চয়ই আপনাদের প্রত্যাগমনের জন্য আমাদের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। (জেনে রাখুন!) আপনারা জামাআহ"র (সিরাতুল মুস্তাকিম) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া আমাদের নিকট অধিক প্রিয় আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে। সুতরাং আপনারা নিজেদের বিষয়গুলো নিয়ে

চিন্তা-ভাবনা করুন। আর সকল বিষয়ের শেষ পরিণতি আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত।

প্রত্যেক প্রান্তের বন্দি মুসলিমগণের প্রতি আমাদের বার্তা এই যে আমরা শুধু আপনাদেরকে এ কথাই বলব- যখন আমরা আপনাদেরকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছি, আর এ ব্যাপারে আমরা আমাদের মহিমান্বিত রবের উপর সুধারণা পোষণ করি। আমাদের অন্তরে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ নেই যে, আপনারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের দ্বারা এই বন্দিদশা থেকে অবশ্যই সম্মানের সাথে মুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ। আপনাদের ভাইয়েরা যা করেছেন তার কিছু এই যে, তারা আল্লাহর অনুমতিতে "কুজী"র কারা-প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করেছেন। একই বছর "কাকুনজুরা" এবং তার পূর্বে গুয়াইরান কারাগার ধ্বংস করেছেন। এ বিষয়ে আমরা কথা আর দীর্ঘ করব না। অবশ্যই এ ব্যাপারে আমাদের কর্মগুলোই আপনাদের সাথে করা আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সত্যতা প্রমাণ করবে, ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহই হলেন প্রকৃত তাওফিক দানকারী।

অতঃপর মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা:- আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন? আজ কুফফারদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট, তারা দুই শিবিরে বিভক্ত। একটি কমিউনিস্ট পূর্ব শিবির, আরেকটি পুঁজিবাদী পশ্চিমা শিবির। তাঁরা বিশ্ব নেতৃত্ব করতে কামড়াকামড়ি শুরু করেছে। কমিউনিস্টপন্থী ছোট-বড় দেশগুলো এখন যুগের হুবাল আমেরিকাকে হুমকি ধমকি দিচ্ছে, ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে।আল্লাহর শপথ, আমেরিকা ও তার মিত্রদের শক্তি, দাপট ও ক্ষমতা চূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের নাকে খত দিয়েছে একমাত্র মুজাহিদিনরাই। ইরাকের ভূমিতে শুরু হওয়া যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ আজও চলমান। অস্তিত্ব বিলীনকারী এই যুদ্ধের বিভীষিকাময় ভয়াবহতা ও প্রচণ্ডতা কখনো এখানে কখনো সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে। অচিরেই তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ক্রুসেডার, অগ্নিপূজক, রাফেজীসহ অন্যান্য কুফফারদের রক্তসমুদ্র প্রবাহিত করবে.. বি-ইযনিল্লাহ।

অতএব হে মুসলিম উম্মাহ! আপনারা এটা মনে করবেন না যে, এই যুদ্ধ থেকে আপনারা নিরাপদ থাকবেন! কেননা ক্রুশের পূজারীরা অবশ্যই আপনাদের দেশের তাগুত শাসকদের এই ভয়াবহ যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করবে। চাই তাঁরা এতে সন্তুষ্টি থাকুক কিংবা অসন্তুষ্ট হোক। তাই আপনারা নিজেদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন (যারা ইতোমধ্যে কুফফারদের দলভুক্ত হয়ে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও)। আল্লাহ তা'আলা বলেন: «যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কুফরী করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (জেনে রাখ!) শয়তানের

কৌশল অতি দুর্বল।» [সূরা নিসা:৭৬]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:- «আবূ মূসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যুদ্ধ কোনটি? কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশবর্তী হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। তিনি (রাসুলুল্লাহ) লোকটির দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর (রাসুলুল্লাহ'র) মাথা তোলার কারণ ছিল যে, লোকটি ছিল দাঁড়ানো। অতঃপর তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: “আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই একমাত্র আল্লাহর পথে লড়াই করে”।» [বুখারী]

এই যে দাওলাতুল ইসলাম, (আল্লাহ একে সমুন্নত করুন) একমাত্র রাষ্ট, যে কোন ধরনের সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো ব্যতিত এবং তোষামোদ, চাটুকারিতা ও নীতি বহির্ভূত শৈথিল্যতা প্রদর্শন করা ছাড়া আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করে, তাঁর শরিয়াহ দ্বারা শাসন করে, তাঁর কালিমা বুলন্দ করে। (দাওলাতুল ইসলাম) আপনাদেরকে আহবান করছে, আপনারা এর সারিতে যোগদান করুন, একে সাহায্য করুন, যাতে তা আপনাদের জন্য ও সমগ্র মুসলিমদের জন্য বর্মে পরিনত হয় এবং কুফফার জাতীসমূহের মাঝে সুরক্ষিত দূর্গ হয়ে যায়। হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! (দাওলাতুল ইসলামে যোগদান করার মাঝেই আপনাদের জন্য রয়েছে) নাজাত।

বিশেষ করে আমি স্মরণ করছি পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং হিন্দ, বাংলা ও পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনারা দুর্বল। কিন্তু (এই দুর্বলতা) আপনাদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য নয়। আপনারাতো আকাশের নক্ষত্ররাজীর মতো অসংখ্য, অগণিত! কিন্তু আপনারা অত্যন্ত দুর্বলচেতা মানুষ। হীনমনা, প্রতিজ্ঞাহীন, ভীতু প্রকৃতির লোক। অহেতুক ভয়, দুশ্চিন্তা আপনাদেরকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে আপনাদের নড়বড়ে পদক্ষেপ (লক্ষ্যহীন, বিক্ষিপ্ত কার্যাবলী) ও সংকল্পহীন সিদ্ধান্তের কারণে আপনারা পিছিয়ে আছেন। আপনাদের কাছেই দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ রয়েছেন। আপনারা তাদের সাথে যুক্ত হোন, তাদেরকে সাহায্য করুন। হিন্দু, কমিউনিস্ট, কুফফার এবং আপনাদের সম্প্রদায়ভূক্ত মুরতাদদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে তাদেরকে সহায়তা করুন। আপনাদের অধিকাংশ শত্রুদের অবস্থা এই যে, তারা আপনাদের দ্বীনকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করে থাকে। কতদিন আপনারা তাদের ব্যাপারে নীরব থাকবেন! আর কতদিন এই অপমান ও অপদস্থতার মাঝে জীবন য়াপন করবেন!! আপনাদের কিসের ভয়? আপনারা

নিরব থাকা সত্তেও তো আপনাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো, নির্যাতন করা, অপমানিত-অপদস্থ করা বন্ধ থাকছে না। (জেনে রাখুন!) শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণেই তাঁরা আপনাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আপনাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু (মুশরিক) সম্প্রদায় আপনাদের দ্বীনকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিনত করেছে এবং আপনাদের নবীর (তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক) শানে বেয়াদবি করেছে। তারপরেও কিভাবে তাঁরা নিরাপদ অবস্থায় (মুক্ত বাতাসে ঘূরে বেড়াতে পারে)? আপনারা কোন চেহারা নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে দণ্ডায়মান হবেন? কোন ওজর নিয়ে উপস্থিত হবেন?

গো-পূজারীরা তাদের প্রভূর মর্যাদা রক্ষায় ক্রোধান্বিত হয়, ইঁদুর পূজারীরা তাদের প্রভুর জন্য সম্মান প্রদর্শন করে। অথচ আপনারা নিজেদের (সত্য) দ্বীন (ইসলামের) জন্য আত্মমর্যাদা-বোধ প্রকাশ করেন না। আপনাদের নবীর সম্মান রক্ষায় কোন (প্রভাবপূর্ণ) প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না! আল্লাহর শপথ! এটাই হলো সেই অপমান-অপদস্থতা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির ফল, যার ব্যাপারে মহা-সত্যবাদী নবী ﷺ বলে গিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ (রহিমাহুমাল্লাহ) দুটি উত্তম সনদে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন; «ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যখন তোমরা ‘ঈনাহ’ নামক ব্যবসায় জড়াবে এবং গরুর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান-অপদস্থতা চাপিয়ে দেবেন; তা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না; যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।» [আহমাদ ও আবু দাঊদ- সনদ:সহীহ।] সুতরাং আপনারা আপনাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ রত আপনাদের ভাইদেরকে সহযোগিতা করুন, যাতে আল্লাহর অনুমতিতে আপনারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারেন।

আফ্রিকায় অবস্থিত আহলুস সুন্নাহগণের প্রতি বার্তা, আপনাদের নিকট হক্বের সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হয়েছে। এই যে মুজাহিদগণ, আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা এখন আফ্রিকার ভূমিগুলোকে ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা পূর্ণ করে দিচ্ছেন, যে ভূমি ইতোপূর্বে জুলুম, অত্যাচার ও ফিতনা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। নিঃসন্দেহে এটা সম্ভব হয়েছে এ সকল অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে মুসলিমদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ মর্যাদাবান ও সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া কারণে। ক্রুসেডাররা এতদিন অন্যায়ভাবে আফ্রিকার আকাশপথ ব্যবহার করেছে। সেখানকার মানুষের সাথে প্রতারণা করে ক্রুসেডাররা তাদের দোসরদের জন্য সেখানের অনেক মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আর মুসলিমদের উপর তাঁরা জুলুম-নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপদস্থতা চাপিয়ে দিয়েছিল। তাই (হে আফ্রিকার আহলুস সুন্নাহ!)

আপনারা এতদিন যে অপমানজনক অবস্থার মধ্যে ছিলেন সেগুলোর কথা ভাবুন। আর বর্তমানে দাওলাতুল ইসলামের সন্তানগণ যে গৌরব অর্জন করেছেন তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। আপনারা ক্রুসেডারদেরকে নিজেদের ভূমির মূল্যবান সম্পদ বের করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অথচ আপনাদের সন্তানরা সামান্য কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য হাজার হাজার মাইল পথ পারি দিয়ে, শত-সহস্র বিপদ, বিভীষিকাময় পরিস্থিতি অতিক্রম করে অপমানিত অবস্থায় ইউরোপে পারি জমাচ্ছে! (আপনাদের সাথে ক্রুসেডারদের প্রতারণার এটাই হলো অন্যতম প্রমাণ।) এহেন অবস্থায় আল্লাহ আপনাদের উপর অনুগ্রহ করলেন, তিনি আপনাদের মধ্যে হতে এমন কিছু বীরপুরুষদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যারা সব ধরনের অন্যায়, অবিচারকে ঘৃণাভরে বর্জন করেছেন। আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার জন্য, ক্রুসেডার ও তাঁদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে বিশ্বজগতের রবের দাসত্বের দিকে ধাবিত করার জন্য নিজেদের কাঁধে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। এজন্যই আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আজ আমরা আফ্রিকার প্রতিটি অঞ্চলে শুনতে পাই মুসলিমগণের গৌরবময় কার্যবিবরণী, বীরত্বগাঁথা কাহিনী। আর সেই সাথে শোনা যায় ক্রুসেডারদের হত্যা, শিরচ্ছেদ, পদদলিত হওয়া, বিতাড়িত হওয়া সহ বিভিন্ন হৃদয় প্রশান্তকারী সংবাদ। এমনিভাবে খ্রিস্টানদের স্থানচ্যুত হওয়া এবং আফ্রিকার ক্রুসেডার, মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন লাঞ্ছনা, অপদস্থতা ও পরাজয়ের সংবাদ। (সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি অপ্রতিরোধ্য, দুর্জয়। আর তিনি নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ণ সক্ষম।)

হে আফ্রিকার মুসলিমগণ! আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন, ইসলামের বিজয়, মুসলিমদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনা এবং পৃথিবীতে রাব্বুল আলামীনের শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য দ্বিগ্বিজয়ী সাহাবীগণের উত্তরসূরীগণ ফিরে এসেছেন। তাই হে মুসলিম উম্মাহর সন্তানগণ! আপনারা দ্রুত আত্মনিয়োগ করুন এবং আপনাদের অস্ত্রগুলো শাণিত করুন। দাওলাতুল ইসলামের সারিতে যোগ দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। খিলাফাহ'র বীর সৈনিকদের বরকতময় কার্যাবলীর অন্যতম হলো; মসুল, সিরত, রাক্কা ও দাওলাতুল ইসলামের অন্যান্য উলায়াতে ক্রুসেডার জোটের আক্রমণে নিহত হওয়া তাদের ভাইদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া। আফ্রিকার সিংহরা এই প্রতিশোধ বাস্তবায়নে অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন, তাঁরা খ্রিস্টানদের হত্যা করে চলছেন, বাস্তুচ্যুত ও বিতাড়িত করেতেছেন, তাদের বাড়িঘরগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছেন এবং ভবনগুলো ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন। এটা হলো দাওলাতুল ইসলামের বিভিন্ন উলায়াতে ক্রুসেডারদের দ্বারা সংঘটিত কৃতকর্মের প্রতিশোধের একাংশ। আসন্ন দিনগুলো আরো ভয়ঙ্কর ও তিক্ত হবে। খ্রিস্টানরা আরো বেশি আতঙ্কে থাকবে, তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হবে, তাদের সন্তানদের বিচ্ছেদে দিন-রাত ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিবাহিত করবে.. ইনশা আল্লাহ। আর এটা এ কারণে যে, তাঁরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আল্লাহর

বান্দা মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করেছে। (আর উত্তম পরিনতি মুত্তাকিদের জন্যই।)

শামে অবস্থিত আহলুস সুন্নাহগণের প্রতি বার্তা! যারা দাওলাতুল ইসলামের অঞ্চলে বসবাস করেছেন, সম্মান-মর্যাদা ও মানুষকে (বিশ্বব্যাপী) নেতৃত্ব দেয়ার পর তাঁবু আর জীর্ণশীর্ণ কক্ষে জীবন যাপন করা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে খাবার পানীয় গ্রহণের অপমান (সহ্য করা), এবং সাহাওয়াত, সেক্যুলার ও নুসাইরীদের শাসনের অধীনে থাকা কি আপনাদের নিকট উত্তম হয়ে গিয়েছে? এতেই আপনারা আনন্দিত? অথচ দাওলাতুল ইসলাম (কৌশলগত) পিছু হটার পরে সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর শরীয়ত (বিধান) পরিবর্তনের চিত্র তো আপনারা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানব রচিত আইন ও কুফর-শিরক পূর্ণ বিধানাবলী মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বাতিল করা হয়েছে। আমরা আপনাদেরকে অবগত করছি যে; কেন আমরা সাহাওয়াত, বিভিন্ন গ্রুপ, দল ও সংগঠনগুলোকে তাকফীর করে যাচ্ছি? কেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, আর তাঁরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? নুসাইরী এবং সেক্যুলার সংগঠনগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, ঐ সমস্ত দল, গ্রুপের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি, যারা বিভিন্ন ইসলামী নাম ধারণ করে, মিথ্যা ও শরীয়তবিরোধী দাবি উত্থাপন করে এবং তারা গোমরাহীর পতাকা বহন করে ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ আদর্শ ধারণ করে। যারা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করে, তার শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য ক্বিতাল করে তাদের মাঝে, আর যারা পেন্টাগন, ক্রুসেডার ও মুরতাদ তুরস্কের নিকট সাহায্য ভিক্ষা চায় এবং কুফরের সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, মানব রচিত আইন-কানুন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করে তাদের মাঝে পার্থক্য কি আপনাদের নিকট এখনো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি.? আল্লাহর শপথ, কুফফার ও মুরতাদদের সহযোগিতা করা, প্রতিনিধিত্ব করা, ইত্যাদী আচরণ (ইসলামী নামদারী) সাহওয়াতদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। সাহওয়াতদের প্রভুরা তাদেরকে সর্বদা এমন কিছুর প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে যা তাদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। তাদের (ইসলামী নামদারী সাহওয়াতদের) অবস্থা তো হলো এমন যে, তাদের ক্ষমতাসীন লোকেরা দুর্বলদের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব খাটাতে চায়। ধনীরা গরিবদের উপর অত্যাচার চালায়। তাঁরা নিকৃষ্ট কুফরী কর্মকান্ডগুলোতে লিপ্ত হয়ে গর্ববোধ করে। যেটার পক্ষে তাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ নেই। শেষ পর্যন্ত (মুরতাদ) তুর্কিরাও তাদের সাথে প্রতারণা করতে শুরু করেছে! তুর্কিরা তাদেরকে পশুর মতো ব্যবহার করেছে, যখন যেখানে নিজেদের প্রয়োজন অনুভব করে সেখানেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই (নামধারী ইসলামী) দলগ‌ুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহর কসম, এই বিপ্লবের ষাঁড়গুলো কখনোই নিজেদের কাজকর্মে সফল হতে পারেনি এবং কোন ভাবেই লক্ষ্য অর্জনের পথে টিকে থাকতে পারবে না। এরা হলো ইতিহাসে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা, নির্লজ্জতা ও পতনের একটাই কারণ, তা হলো তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শরীয়ত (সংবিধান) দ্বারা বিচার-ফায়সালা করার বিষয়টিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। দাওলাতুল ইসলামের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জনগণের আন্তরিকতা, বীর বাহাদুর সৈনিকগণের অবিচলতা ও মুজাহিদগণের কথা-কাজের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া এবং দলিল প্রমাণ আসার পরও তারা এগুলোকে বর্জন করেছে। পশ্চাতে ছুড়ে মেরেছে। তারা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আপত্তি করেছে। আল্লাহর আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং আল্লাহর গোলাম হতে তারা অহংকার ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করালেন ইতিপূর্বে যার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

আর বর্তমানে সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে চলমান তাদের এই নাটকীয় যুদ্ধ কেবল পচা জাতীয়তাবাদ ও জীর্ণশীর্ণ দেশপ্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তাদের ভীরুতা, কাপুরুষতারই নিদর্শন। সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধগুলো অন্যদের দয়া-দাক্ষিণ্য ও অস্ত্র সহযোগিতার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কাছের এবং দূরের সকলেই জানে যে, দাওলাতুল ইসলাম এই সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করছে যে, তারা সেক্যুলার মতবাদে বিশ্বাসী। তারা আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে না। মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করে না এবং ইসলামকে দ্বীন (পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ যে, পূর্বেও এই সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা চলমান থাকবে। এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এভাবেই এমন এক সময় আসবে যেদিন তাদের চেহারাগুলো মলিন হয়ে যাবে। সেদিন তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও লাঞ্ছনাকর, ইনশাআল্লাহ। আর নিকৃষ্ট অপবিত্র নুসাইরী সম্প্রদায়, তাদের গর্দানে আমরা তরবারীর আঘাত করেই যাবো, যতক্ষণ না তারা ব্যর্থ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। আমরা ছুরি দিয়ে তাদেরকে জবাই করেই যাবো যতক্ষণ না তারা নিষ্ক্রিয়তাকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। আর

চিরসত্য এটাই যে- বর্তমানে অন্য কোন দল, গোষ্ঠী ও জামায়াতের সাথে তাদের কোন যুদ্ধ চলমান নেই, একমাত্র দাওলাতুল ইসলামের (আল্লাহ একে সমুন্নত করুন) মুজাহিদগণের সাথেই তাদের যুদ্ধ চলমান। বরং দিন দিন তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। মরুভূমি, জনশূন্য অঞ্চলে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলমান। দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ তাদের ঘরে ঘরে আক্রমণ করে, তাদের তাড়া করে, তাদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি তাদের অন্যান্য শত্রুদের সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষ বন্ধের জন্য আবর্জনা তুল্য যেই চুক্তি তারা করেছে নিজেদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, দাওলাতুল ইসলাম সেই

পরিকল্পনাগুলোকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করছে, সম্পর্কে অগ্নি প্রজ্বলিত করছে। সুতরাং হে শামের আহলুস সুন্নাহর অনুসারীগণ! আপনারা যারা শামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছেন, এরপরও কি আপনাদের সামনে সত্য স্পষ্ট হচ্ছে না?

[কবিতা]

হে ইরাকের আহলুস সুন্নাহগণ! আপনারা কোন দিক থেকেই অন্যদের চেয়ে ভালো অবস্থানে নেই। জীবনের প্রতি আসক্তি, বেঁচে থাকার আশার কারণেই দিন দিন আপনারা রাফেজীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন। মন্দ পরিণতি ও অধঃপতনের দিকেই ধাবিত হচ্ছেন। মুমিনদেরকে অপমান করে সরিয়ে দেয়ার পর আপনারা কি আদৌ নিরাপত্তা আর শান্তির সাথে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছেন? কখনোই পাননি। আফসোস, আপনারা কোন শান্তি ও নিরাপত্তার দাবি করেন? কোন বিপদ-আপদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফিতনা-বিশৃঙ্খলা ও অনিষ্ঠতার কথা বলেন? বস্তুত আপনারা যে অবস্থায় পতিত হয়েছেন আর যেদিকে ধাবিত হচ্ছেন সেটাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতি। ভয়াবহ বিপদ, ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও অনিষ্ঠতা। এই যে অপবিত্র রাফেজী সম্প্রদায়, তাঁরা এখন পরস্পর ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও কর্তৃত্বের পদ দখলের জন্য নিজেদের মাঝে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তাঁরা এখন স্রোতের কবলে পড়ে অসহায় হয়ে গিয়েছে। বেশামাল পরিস্থিতির কারণে নিজেরাই সাহায্যের ভিখারি হয়েছে। অথচ আপনারা তাদের নিকট লাঞ্ছিত, অবনত হয়ে আছেন। তারা আপনাদেরকে যা আদেশ করছে, তাই আপনারা মাথা পেতে মেনে নিচ্ছেন। এই নীচু শ্রেণীর লোকেরা আপনাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছে। আর আপনারাও তাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছেন। হে আমাদের প্রিয় ভাইগণ! মুজাহিদগণ সম্পর্কে অন্যদের থেকে আপনারাই সবচেয়ে ভালো জানেন। মুসলিমদের রাষ্ট্রের বিষয়গুলো আপনারাই সবচেয়ে বেশি অবগত। আর বিশ্বাস করুন, আপনারা মৃতদের জন্য যাই করুন না কেন, এর দ্বারা আপনি তাদেরকে দূরাবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন? অতএব আপনারা সুপথে ফিরে আসুন এবং আপনাদের ভাই ও সন্তানদের সহযোগিতা করুন আর দাওলাতুল ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করুন, যাতে করে আপনারা সম্মানের জীবনে ফিরে আসতে পারেন, ইতিপূর্বে আপনারা যেমন ছিলেন। আল্লাহর শপথ! একমাত্র দাওলাতুল ইসলামের পতাকা তলে আসার মাধ্যমেই আপনারা নিজেদের সম্মান মর্যাদা ও গৌরব ফিরে পাবেন, অন্য পথে নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: «বস্তুত সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনগণের-ই জন্য।» [সূরা মুনাফিকুন:৮]

হে ইয়ামানের আহলুস সুন্নাহর অনুসারীগণ! আপনাদের উপর চেপে বসা অবৈধ কর্তৃত্বকারী

অপবিত্র "হুতী" বাহিনীর ব্যাপারে নীরব-নিষ্ক্রিয় থেকে আপনারা কি অর্জন করতে পেরেছেন? আপনারা কি ধারণা করেছেন যে, আলে-সালূল এবং তাদের পদলেহনকারী মুরতাদরা আপনাদেরকে "হুতী" বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়ন ও জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে? আল্লাহর কসম! এই নাপাক "হুতী" বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য মুসলিমদের আস্থার প্রতীক একমাত্র দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণই রয়েছেন। হুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামের সন্তানদের বীরত্বপূর্ণ সাহসী কার্যক্রম ও তাদের মহান অবদানগুলো আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই যে আলে-সালূলের দল, তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা হুতীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে বিপাকে পড়েছে। অল্প কিছুদিনের লড়াইয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে। ফলে তাঁরা এখন লাঞ্ছিত, অপদস্থ হয়ে হুতীদের সাথে শান্তিচুক্তির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের বীর মুজাহিদগণ সর্বদাই এই হুতিদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য জায়গায় জায়গায় ওঁৎ পেতে বসে থাকেন। যখনই তাঁরা কোন সুযোগ পান সাথে সাথে হুতীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালান। নির্ভীক, দুঃসাহসী ও উদ্যমী সৈনিক "আসাদ" হুতী নেতাদের একটি সমাবেশের মাঝে যেই কার্য সম্পাদন করেছেন এবং "শহীদী-হামলা"র দ্বারা তার ছিন্নভিন্ন শরীরের মাধ্যমে, যেই অবদান রেখেছেন সেটাই সবচেয়ে বড় দলীল, উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাদের দেহগুলোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর নিকট তার জন্য দোয়া করি, যেন তিনি তাঁর এই কুরবানীকে কবুল করেন এবং ঐ সকল মুজাহিদগণের আমলকে কবুল করেন যারা এই দ্বীনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁদেরকে তিনি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে জান্নাতে সমবেত করুন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, «তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা!» [সূরা নিসা:৬৯]

হে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত আরব-অনারব মুসলিমগণ! নির্মম বাস্তবতা তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো অনুধাবন করার পরেও কোন জিনিস আপনাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে বাঁধা দিচ্ছে? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, ক্রুসেডাররা তাদের ক্রশ রক্ষার জন্য কিভাবে লড়াই করছে! এমনিভাবে প্রত্যেক দল-মতবাদের লোকেরা তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিভাবে সম্পদ ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করছে! অথচ এরা প্রত্যেকে বাতিলের উপর রয়েছে!.. তাহলে আপনারা কেন হকের (ইসলাম) সাহায্য করা থাকে পিছিয়ে থাকছেন? কোন জিনিস আপনাদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দিচ্ছে? মুজাহিদিনগণ এই অপমান-অপদস্থতার ব্যাপারে আপনাদেরকে সতর্ক করছে!

হে ইসলামের সন্তানগণ! নিশ্চয়ই বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তি (নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য) নিজ

গোত্রের নিকট ফিরে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিই স্বজাতির লোকদের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করছে। অথচ আপনারা নিজেদের আশ্রয়স্থল চিনতে পারছেন না! জেনে রাখুন, আল্লাহ'র পর দাওলাতুল ইসলাম ব্যতিত দুনিয়াতে আপনাদের কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই। তাই আপনারা আপনাদের রবের আদেশের অনুসরণ করুন। আপনাদের নবীর সুন্নাহ (প্রদর্শিত পথ) গ্রহণ করুন। আপনাদের খলীফাহকে বাইআত প্রদান করুন। আপনাদের (ইসলামী) রাষ্ট্রের চারপাশে জড়ো হোন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:-«তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস।» [সূরা আল ইমরান:১০৩]

রাসূল ﷺ বলেন: «আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি। এই পাঁচটি বিষয়ের আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাকে করেছেন। ১. জামাআহ। ২, শ্রবণ করা। ৩. আনুগত্য করা। ৪. হিজরত করা। ৫. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। যে ব্যক্তি জামাআত (দ্বীনুল ইসলাম) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে নিজেকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিল পূণরায় জামায়াতবদ্ধ না হওয়ার আগ পর্যন্ত। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে আহবান করবে, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি সে সালাত ও সিয়াম পালন করে (তবুও কি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে)? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই; যদিও সে সালাত ও সিয়াম পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। তবে তোমরা মুসলিমদেরকে মুসলিম বলেই সম্বোধন করবে। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুসলিম বলে নামকরণ করেছেন।» [ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরিব।]

এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন মুসলিমগণ এক ইমামের অধীনে একতাবদ্ধ থাকবেন। আল্লাহর রহমতে আমরা এখন দাওলাতুল ইসলামের ছায়াতলে এক ইমামের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করছি। আমরা মুসলিমদের মাঝে কোন ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করি না, যেমনটা জাতীয়তাবাদী তাগুতেরা করে থাকে। তারা নিজেদের বানানো কল্পিত সীমানার ভিত্তিতে মুসলিমদেরকে জাহিলিয়্যাতের নামে নামকরণ করে এবং একে অপরের সাথে গোত্রীয়বাদ ও দেশাত্মবাদের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে। পুরো পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে, কিভাবে তাওহীদের কালিমা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা ও গোত্র-বর্ণের মানুষকে

দাওলাতুল ইসলামের অধীনে একতাবদ্ধ করেছে। তারা একতাবদ্ধ হয়ে দাওলার পতাকাতলে সমবেতভাবে লড়াই করেছে। {তাদের কতক কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে আর কতক অপেক্ষা করছে। তাঁরা তাদের প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করেনি।}

সাম্প্রতিক সময়ে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে নানান বাতিল দল ও মতবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁরা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন ও কাটছাট করছে। তাঁরা যতটা না তাদের কুকর্ম ও ঘৃণ্য মনোভাব প্রকাশ করেছে তার চেয়ে বেশি লুকিয়ে রাখছে। এসব কিছুই করছে তারা ক্ষমতা ও জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার আশায়। কিন্তু আল্লাহর কসম! তারা কিছুতেই সফল হবে না। দাওলাতুল ইসলাম সালাফগনের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। যারা কাটছাঁট করে না, শিথিলতার আশ্রয় নেয় না এবং নিচুতা স্বীকার করে না। বরং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে নিম্নোক্ত আয়াতকে আঁকড়ে ধরে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- «বলুন, "এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ্‌ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"।» [সুরা ইউসুফ:১০৮]

আমরা সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ'র সুন্নাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরি। নিজেদের মনমত এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। আমরা শুধু এমন কথাই বলি, যা আল্লাহর কালাম ও রাসুলুল্লাহ'র সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।আমরা নিজেদেরকে ভুলের ঊর্ধ্বেও মনে করি না। কারণ, আমরা তো নিষ্পাপ নই। তবে আমরা ইচ্ছা করে ভুল করি না এবং অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল হয়ে গেলে দ্রুতই তা শুধরে নেই। কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এমন অনেক ব্যক্তি, দল ও সংগঠন আজকে দাওলাতুল ইসলামের উপর বিভিন্ন ধরনের অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামের লড়াইয়ের সমালোচনা করছে। এই মুহূর্তে তারা কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখোমুখি না হয়ে রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করাকেই সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে করছে। আমরা তাদেরকে বলবো, রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার এবং জিহাদের পথে ধৈর্য ধারণের আদেশ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: « অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।» [সূরা মুহাম্মাদ:৩৫]

আমরা নবুওয়াতের মানহাজের আলোকে সামনে এগিয়ে চলি, আর দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন

ধরনের নমনীয়তা গ্রহণ করি না। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম বিধায়ক। আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করি যেমনিভাবে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য ও তাঁর আদেশ পালনার্থেই আমরা এগুলো করি। আল্লাহ তাআলা বলেন: «আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।» [সূরা আত-তাওবাহ্:৩৬]

তাদের কেউ যদি আমাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করবো। আর এটাও আল্লাহ তাআলার আনুগত্য হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: «যদি তারা সন্ধ্যির দিকে ঝুঁকে, তাহলে তোমরাও সন্ধি করতে সম্মত হও এবং আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।» [সূরা আনফাল:৬১]

লোকেরা বলে, কেন আপনারা মারামারি-কাঁটাকাঁটি করেন, রক্ত ঝরিয়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলছেন? এর জবাবে আমরা বলব:- সাম্প্রতিক সময়ে ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী ও ক্রুসেডাররা একজোট হয়ে মুসলিমদের উপর একের পর এক নৃশংস হামলা করে যাচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: «যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরাও তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।» [সূরা বাকারা:১৯৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:- «হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।» [সূরা আত-তাওবাহ্:১২৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:- «মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।» [সূরা আল ফাত্হ:২৯]

রাসূল ﷺ কাফেরদের চোখ উপড়ে ফেলেছেন, চামড়া তুলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছেন। তিনিই আমাদের আদর্শ। বলো! তোমাদের আদর্শ কে?

লোকেরা ইরাক-শাম ও অন্যান্য স্থানের সাহওয়াত এবং আল-কায়েদার অনুসারীদের পক্ষ

নিয়ে দরদ প্রকাশ করে, আর আমাদের প্রতি ক্ষোভ ঝেড়ে বলে; আপনারা কেন মুসলিমদেরকে হত্যা করেন। আমরা বলি; যদি তোমরা তাদেরকে মুসলিম মনে করে থাকো, তাহলে দেখে যাও আমাদের কাছে তাদের কুফর ও রিদ্দার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। ইরাকের সাহওয়াতদের অবস্থা এই যে, ক্রুসেডার ও শিয়া মুশরিক বাহিনী যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটার পর দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকা অবস্থায় দাওলাকে নিঃশেষ করার জন্য এবং জিহাদের অগ্নিশিখা নিভানোর জন্য তাঁরা ক্রসডারদের জন্য একনিষ্ঠ সাহায্যকারী ও পরম বন্ধু হিসেবে এগিয়ে এসেছে। আর শামের সাহওয়াতদের অবস্থাতো এই যে, তাদের নেতাদের মুখ থেকেই পূর্ণ নির্লজ্জতার সাথে এই ঘোষণা এসেছে যে, তারা এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে কাফের-মুসলিম সবাই সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে। যে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মানবরচিত আইন ও সংবিধান দ্বারা। মুসলিমদের কোন নেতা তো দূরের কথা, কোন পাগল মুসলিমও এমন কথা বলতে পারে না। এরপর দাওলাতুল ইসলাম শামে সম্প্রসারিত হওয়ার ভয়ে ক্রুসেডারদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অনিচ্ছা সত্বেও দাওলাহ সম্প্রসারিত হয়েছে। আর আল-কায়েদার অনুসারীদের (অবস্থা হয়েছে), তাঁরা জামাআহ ত্যাগ করেছে এবং বিচ্ছিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারপর তারা কোন শরয়ী কারণ ছাড়াই দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে কাফের-মুরতাদদেরকে সাহায্য করেছে। এভাবে তাঁরা নিজেদেরকে দ্বীনের শত্রু বানিয়েছে এবং যেসব এলাকা থেকে দাওলাতুল ইসলাম পিছু হটেছে সেগুলো থেকে রব্বুল আলামীনের শরীয়তকে অপসারণ করেছে। যদি তোমরা দাওলাতুল ইসলামের শাসিত অঞ্চলে কোন ব্যক্তির উপর রিদ্দা বা অন্য কোন কারণে হদ বাস্তবায়ন করতে চাও, তাহলে সেটা হবে শরয়ী আদালতের অধীনে, যা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করে। আর আমরা মুরতাদকে হত্যা করতে, চোরের হাত কাটতে, জিনাকারীকে রজম করতে লজ্জাবোধ করি না, যদিও তোমরা লজ্জাবোধ করে থাকো। (আল ঈয়াজু বিল্লাহ) কিংবা জাতিসংঘের তিরস্কারের ভয় করো অথবা তাদের আইনের প্রতি অনুগত থাকো, তাঁরা তোমাদেরকে সন্ত্রাসী বলার ভয়ে। এটা আল্লাহর দ্বীন। তিনি আমাদেরকে জমিনের বিস্তৃত ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব দান করেছেন। যেখানে লাখ লাখ মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে, আমরা তাদের মাঝে শরীয়তের শাসন বাস্তবায়ন করেছি এবং তাদেরকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করেছি।

[কবিতা]

এই মুহূর্তে আমি দাওলাতুল ইসলামের বীর সিংহদের কথা স্মরণ করছি। কিন্তু তাদের প্রশংসা করার মতো কোন ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অবিচল রাখুন এবং সাহায্য করুন। যদি আমি বাকপটু হতাম তাহলে

তাদের প্রশংসায় সবচেয়ে দামি ও অলংকারপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতাম। কিন্তু তাদের শানে উপযুক্ত কোন শব্দই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। যদি আমি তাদের কাছে থাকতাম তাহলে (সম্মানসূচক) তাদের প্রত্যেকের মাথায় ও ডান হাতে চুম্বন করতাম। আমি কোন ভাষা দিয়েই আপনাদের (প্রতি) ভালোবাসা ও সম্মান প্রকাশ করতে অপারগ। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের জিহাদে বরকত দান করুন। এই বিরাট মর্যাদা আপনাদের জন্য কল্যাণকর হোক।অনেক মুসলিম যুবক আজকে আপনাদের মত হতে চায়। আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। সুতরাং আপনারা বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। বিশেষ করে আমি সিনাইয়ে অবস্থানরত ইসলামের সিংহদের কথা উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। ইহুদী ও মিশরের ফেরাউন এবং অন্যান্য পথভ্রষ্টরা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারা পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল থেকে নিজেদের জান-মাল দিয়ে তাদের দ্বীনের সাহায্য করে যাচ্ছেন। কতই না উত্তম মুজাহিদ আপনারা! আপনারা আগেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা ইহুদীদের গলার কাঁটা হয়ে থাকবেন। যা তারা উপড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু আল্লাহর অনুমতিতে তাঁরা ব্যর্থ ও অপদস্থ।আপনারা বায়তুল মাকদিসের পাহারাদার ও তত্ত্বাবধায়ক। আর শিয়া প্রভাবিত ফিলিস্তিনের মুরতাদ দলগুলো মিথ্যুক। ইতোমধ্যেই তারা তাদের অপকর্ম প্রকাশ করে দিয়েছে। তাদের বড় এক নেতা তো অনেক আগেই বলেছিল যে, তাঁরা ইহুদী হওয়ার কারণে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কারণ ইহুদীরা দখলদার। ভূখণ্ডের টানে, তাদের জাতীয়তার কারণে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, দ্বীনের কারণে নয়। সিনাইয়ের সাহওয়াতদেরকে আমরা বলতে চাই, তোমরা কি ইরাক ও শামে তোমাদের পূর্বসূরীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (তোমরা দেখনি) কিভাবে ক্রুসেডাররা তাদেরকে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এরপর ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় রেখে চলে গেছে। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় খাবার-পানির সন্ধানে জিহবা বের করে ঘুরে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের বসতভিটা থেকেও তাদেরকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। তোমরা কি মনে কর এসব করে তোমরা ক্রুসেডারদের সন্তুষ্ট করতে পারবে? আল্লাহর কসম! কিছুতেই না। আল্লাহ তাআলা বলেন: « ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।» [সূরা বাকারা: ১২০]

কাদের স্বার্থে তোমরা নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করছো? ইহুদীদের স্বার্থে? যাদের

কাছে তোমাদের কানাকড়িও মূল্য নেই। নাকি সিসির জন্য, যে তোমাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, ঘৃণ্য বর্বর হিসেবে দেখে। তোমরা এই ভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসো এবং ইহুদী ও ভ্রষ্ট দলগুলোকে সাহায্য করা বন্ধ কর। তোমাদের এই জীবন কোন জীবন নয়। অচিরেই তাঁরা তোমাদেরকে অসহায় অবস্থায় মুজাহিদগণের অস্ত্রের মুখে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তখন মুজাহিদগণের তরবারি তোমাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করবে। সুতরাং যেদিন অনুতাপ, আফসোস কোন কাজে আসবে না সেদিন আসার পূর্বেই শিক্ষা গ্রহণ করো।

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি খোরাসানের পাহাড় ও উপত্যকায় অবস্থান রত দৃঢ়পদ ঘোড়সাওয়ার এবং আনুগত্যশীল পুরুষদের প্রতি। আপনারা মুরতাদ ও মুশরিকদের কঠিন আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। যখন নিন্দুকেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে তখন আপনারা নবী ﷺ-কে অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছেন। আপনারা পথভ্রষ্ট তালেবানকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন, কারণ তাঁরা দ্বীনের উপর মিথ্যারোপ করেছে। তাঁরা ক্রুসেডারদের পছন্দনীয় রাষ্ট্র নিয়ে আনন্দিত হতে পারেনি। রাফেজী-মুশরিকদেরকে রক্ষা করতেও সক্ষম হয়নি। তালেবান এখন দিশেহারা, বুঝতে পারছে না, তাঁরা নিজেদের মুরতাদ সৈন্যদেরকে রক্ষা করবে, নাকি হাজারা মুশরিকদেরকে রক্ষা করবে! সে কিভাবে সফল হবে যে নবী ﷺ-কে অবমাননাকারীদের সমর্থন করে, রক্ষা করে? সে কিভাবে সফল হবে যে বড় জুলুম করে বেড়ায়? সে কিভাবে সফল হবে, যে শিয়াদের দুঃখে দুঃখিত হয়, তাদের প্রতি সমবেদনা জানায়, শোকবার্তা প্রকাশ করে। হে তালেবান! তোমরা কার সন্তুষ্টি চাও? কোন ধর্ম অনুসরণ কর? কাদের রাজনীতি তোমরা অনুসরণ কর? নিশ্চয়ই সত্য সুস্পষ্ট এবং বাতিল অস্পষ্ট। অতএব তোমরা মুসলিমদেরকে সন্দেহে ফেলো না আর তোমরা যা কর না, তা বলো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: «তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করো না।» [সূরা বাকারা:৪২]

হে লোক সকল! আল্লাহর অনুগ্রহে এখন আমাদের এমন ব্যাটালিয়ন আছে, যারা মুখোমুখী লড়াই করেন, যারা গুপ্তহত্যা চালান। আমাদের রয়েছে মিডিয়া প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে দিন-রাত প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার দিকে আহবান করি। তাই আপনারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যাদের আহ্বান কেবল পলায়নই বৃদ্ধি করে। হে আল্লাহ! হে চিরঞ্জীব সত্তা! হে রহমান! হে রহীম! হে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী! আপনি আমাদের বন্দী ভাই-বোনদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আপনি আপনার একত্ববাদী বান্দাদের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং মুসলিমদের রাষ্ট্রকে সাহায্য করুন। আপনি আপনার দ্বীনের কালিমাকে উঁচু করুন। আপনি আমাদের সকল গুনাহ ও অবাধ্যতা ক্ষমা করুন। আমাদেরকে অটল রাখুন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।

পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগত সমূহের রব।